📖 মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৬২৮৫

পর্ব-৩০: মান-মর্যাদা (كتاب المناقب)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ - এ উম্মতের [উম্মতে মুহাম্মাদী (সা.)-এর] সাওয়াবের বিবরণ

الفصل الاول (بَاب ثَوَاب هَذِه)

আরবী

وَعَن مُعَاوِيَة قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذُكِرَ حَدِيثُ أَنَسٍ «إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله» فِي «كتاب الْقصاص»

متفق علیہ ، رواہ البخاری (3641) و مسلم (174 / 1037)، (4955) و حدیث انس :" ان من عباد اللہ " تقدم (3460) ۔
(مُتَّفق عَلَيْهِ)

বাংলা

৬২৮৫-[৩] মু'আবিয়াহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.) -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের একদল লোক সর্বদা আল্লাহর হুকুমের উপর অটল থাকবে। যারা তাদেরকে অপমানিত করতে চাইবে এবং যারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, এরা তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, এমনকি তাঁরা কিয়ামত অবধি এ অবস্থায় বিদ্যমান থাকবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আনাস (রাঃ)-এর হাদীস (إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله) “আল্লাহর বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত” “কিসাস’ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

ফুটনোট

সহীহ: বুখারী ৩৬৪১, মুসলিম ১৭০-(১৯২০), তিরমিযী ২১৯২, ইবনু মাজাহ ৬, সহীহুল জামি ৭০২, সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৭০, মুসনাদে আহমাদ ১৫৬৩৫, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার লিল বায়হাক্বী ৫১, মুসনাদে আবূ ইয়ালা ৭৩৮৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৮৩৪, হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/২৮৯, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ১৭৬৮, আল মুজামুল আওসাত্ব ২৯২২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৪৩৯০, আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী

১৯২৯৮।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ) এ দল থেকে হাদীসের অনুসারীকে বুঝানো হয়েছে। যেমন ‘আলী ইবনু মাদীনী (রহিমাহুল্লাহ) তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ)-এর হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে, এ দল হচ্ছে আসহাবুল হাদীস তথা হাদীসের অনুসারীর দল। (মিশকাতুল মাসাবীহ - মুম্বাই ছাপা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮)।
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীর অর্থ হলো আমার উম্মত সব একেবারে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এমনটি নয়। বরং একটি দল তখনো অবশ্যই হাকের উপর কায়েম থাকবে। আর এটা হাদীসের অনুসারী দল। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) এ কথা খুবই সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। অনেক ‘আলিম পরিষ্কারভাবে লিখেছেন যে, উপরোক্ত আলোচনার প্রমাণিত দল বলতে এমন লোকেদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মানুষের মতামত ও অসার বলাবলি থেকে দূরে থেকে শুধু কিতাব ও সুন্নাতের প্রকাশ্য অর্থকে নিজেদের ‘আমলের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং সাহাবা, তাবিঈ, তাবি তাবি'ঈন, মুহাদ্দিসীন ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনদের ‘আমলকে স্বীয় ‘আমলরূপে পরিগ্রহণ করেন। দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, উল্লেখিত ইসলামী বুযুর্গরা বর্তমানের অন্ধ তাক্বলীদকে মানতেন না। না তাদের মাযহাবের নামে আলাদা আলাদা কোন দল ছিল, যেমন পরবর্তীতে কা'বা ঘরের চারপাশে চার মুসল্লার মতো নিন্দনীয় ভাগে বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, হাদীসের অনুসারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে আজ মুসলিম আবার কিতাব ও সুন্নাতের এক ও অভিন্ন পথে অগ্রসর হচ্ছে। (সহীহুল বুখারী - ৫ম খণ্ড, হা. ৩৬৪১, দারুল ইলম, মুম্বাই)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ মু‘আবিয়াহ ইবন আবূ সুফিয়ান (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=86262

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন